[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্স, কাংখিত চিকিৎসা পাচ্ছেনা উপজেলাবাসী

জনবল ও চিকিৎসক সংকটে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা। প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা পাচ্ছেননা এমন অভিযোগ উপজেলাবাসীর। জনবল সংকটের কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। চিকিৎসা দিতে গিয়েও হাপিয়ে উঠছেন চিকিৎসকরা। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও ডাক্তারের অভাবে তা বন্ধ। ফলে কোন কাজে আসছেনা প্রায় কোটি টাকা মুল্যেও অপারেশন থিয়েটার। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিনা। অনেক কষ্ট করেই চালাতে হচ্ছে চিকিৎসা কার্যক্রম।

জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনীবাসীকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে মোতাবেক জনবল ও চিকিৎসক দেয়া হয়নি।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ১০ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট সহ মোট ২১ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও এ হাসপাতালে রয়েছেন মাত্র ১১ জন। যদিও খাতা-কলমে দায়িত্ব পালন করছেন ১২ জন। জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জিক্যাল) একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে রয়েছেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু’টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর থাকলেও তা বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন। বিদ্যুৎ চলে গেলেই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে অন্ধকারচ্ছন্ন। মোবাইলের লাইট জ্বলিয়ে দিতে হয় চিকিৎসা সেবা।

অপরিচ্ছন্নতা, ওয়ার্ডে পানি ও বিদ্যুতের সমস্যা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুমসহ নানা সমস্যা রয়েছে স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সটিতে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো: মনিরুল ইসলাম জানান, ১৯৬৮ সালে নির্মিত হয় গাংনী উপজেলা ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভাসহ অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এটি। ২০০৮ সালে ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও সেবার মান আজও বাড়েনি। দেয়া হয়নি চাহিদা মতো জনবল ও চিকিৎসক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপাতালে মোট ১০টি জুনিয়র কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও খাতা-কলমে রয়েছেন ৪ জন। আর হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ৩ জন। বাকি ১ জন অন্যত্র ডিউটিতে থাকেন। একজন এনস্থেসিয়া থাকলেও হাসপাতালে তার দেখা পাওয়া ভার। সার্জিক্যাল কনসালটেন্ট না থাকায় বন্ধ অপারেশন।

গাইনী, চক্ষু, অর্থপেডিক্স, কার্ডিওলজি, ইএনটি (নাক কান গলা) এবং চর্ম যৌন রোগের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও পদগুলি দীর্ঘদিন শুন্য থাকায় গাংনীবাসী কাঙখিত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে ইলেক্ট্রিশয়ানের(জুনয়র মেকানিক) পদটি মৃত্যু জনিত কারনে শূন্য হলেও আজও ইলেক্ট্রিশিয়ান দেয়া হয়নি ফলে হাসপাতালে বৈদ্যতিক ত্রুটি হলেই ফ্যান লাইটসহ সব যন্ত্রপাতি বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল হয়ে পড়ে ভুতুড়ে অবস্থা। ৩টি অফিস সহকারির পদ থাকলেও সবই শুন্য। ওয়ার্ড বয় পদ ৩টি এ পদই ২০২২ সাল থেকে রয়েছে শুন্য। ২০২১ সাল থেকে ২জন নৈশ্য প্রহরীর পদ থাকলেও দুটি পদই শুন্য। ৫জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ থাকলেও মাত্র ১জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। তিনিও ঠিকমতো হাসপাতালটিতে আসেননা বলে অভিযোগ রোগী সাধারনের। মশালচি(কুক) পদে দুটি পদ থাকলেও আছে ১জন। ফলে ভর্তি রোগীদের খাবার সরবরাহ একার জন্য খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। রোগীদের সময়মত খাবার সরবরাহ করতে পারেনা।

হাসপাতালে প্রতিদিন তিন থেকে চার শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। ভর্তি হন ৩৫-৪০ জন। চিকিৎসা দিতে না পারায় বেশিরভাগ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গত বছর ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে ৩০ ডিসেম্বও প্রর্যন্ত এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৭

হাজার ২৪৩জন। চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫০ হাজার ২৯৪ জন রোগী।

হাসপাতালের একমাত্র এক্স-রে মেশিনটি মাঝে মধ্যে ঠিক হলেও ফিল্ম থাকে না। দুটি অপারেশন থিয়েটার থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকে বছরের পর বছর। প্যাথলজি বিভাগ থাকার পরও পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য রোগীদের বাইরের ক্লিনিকে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উপজেলার লক্ষী নারায়নপুর ধলা গ্রামের বিলকিস খাতুন জানান, জরুরী বিভাগ থেকে ডাক্তার রোগের কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাইরে থেকে করিয়ে আনতে বলেন। আমরা গরীব মানুষ। টাকা দিয়ে বাইরে থেকে টেস্ট করানোর অবস্থা নেই। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার থাকলে আমাদের খুবই উপকার হতো। তিনি আরও জানান,১২টা বাজলে আর কোন পরিক্ষা করানো হয়না হাসপাতালে। তখন রোগীরা নিরুপাই হয়ে প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরিক্ষা করাতে হচ্ছে।

অসুস্থ মাকে নিয়ে হাসপাতালে আসা কাথুলী গ্রামের আরজিয়া খাতুন বলেন, সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালে এসেছি। সাড়ে ১১টা বাজলো। রোগীদেও অনেক ভীড়, এখনও আমার রোগী দেখলো না। সেবা নিতে এসে আমরা সেবা পাচ্ছি না।

উপজেলার আমতৈল গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, পেটের সমস্যা নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় মেডিকেল অফিসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওষুধ খেয়ে অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সাইদুল ইসলাম জানান, তিনি পায়ের ক্ষত নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে যান। সার্জারি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় তাকে ১২ কিলোমিটার দুরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী বলেন, হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বাড়ানো হয়নি। ১১জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগীদের ভীড় থাকে। এসকল রোগীদেও চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা হিমশিম খেয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংকট রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে শূন্য পদে জনবল ও চিকিৎসক পূরণ হলে চিকিৎসা সেবা

গাংনীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিখোঁজ, থানায় জিডি

বাড়ি থেকে বই কেনার জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ (১৮)।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) তার আইসিটি পরীক্ষা।

আকাশের পিতা আমিনুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। বতর্মানে সে নিখোঁজ। আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজা খুজির পরেও পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খোঁজ খবর নেয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিখোঁজ আকাশের গ্রামের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা। আমার ধারণা, ছেলে আর ভালো অবস্থায় নেই। তাকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আগাছানাশক বিষ প্রয়োগে পুড়েছে দেড়শ বিঘা ধান

গাংনীর চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারের যুগ্ম পরিচালকের অদক্ষতায় আগাছা নাশক বিষ প্রয়োগ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে প্রায় দেড় শ বিঘা জমির ধান। এতে সরকার হারাচ্ছে প্রায় কোটি টাকা।

এ ব্যাপারে ওই খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এখন নিরবতা পালন করছেন।

গতকাল রবিবার সরেজমিনে চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারে দেখা গেছে বিস্তির্ণ ধানের মাঠ এখন সবুজের পরিবর্তে হলুদ হয়ে গেছে। পঁচে গেছে ধানের গোড়া। পুড়ে গেছে ধানের সব পাতা ও কান্ড।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারে ১২০ একর জমিতে ব্রী ২১ ও ব্রী ৭২ উচ্চ ফলনশীল আউস ধানের চারা রোপন করা হয়েছে। ধান রোপনের পর ধানের জমিতে আগাছা বৃদ্ধি পেয়েছে। খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলামের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিন ধানের জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করার জন্য কর্মরত শ্রমিকদের নির্দেশ দেন। নাজিম উদ্দিন নিজেই কীটনাশক বালতিতে ভরে শ্রমিকদের কাছে দেন। চলতি মাসের ২ তারিখে শ্রমিকরা ধানক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ করেন। কীটনাশক প্রয়োগের কয়েক দিনের মধ্যেই ধানের চারা গাছ গুলো মরতে শুরু করে।

তবে কি ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি কর্মরত শ্রমিকদের। জানা গেছে নিম্নমানের কীটনাশক ও সার, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম তার ব্যক্তিগত শ্রমিক নাজিম উদ্দিনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার একটি দোকান থেকে নিয়ে আসেন। নিম্নমানের কোম্পানীর সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় এই খামারে দিন দিন কমেছে ফলন।

এই ব্যাপারে যুগ্ম পরিচালক মোরশেদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা নিষেধ আছে বলে জানান তিনি। তিনি একাধিকবার বলেন, মন্ত্রী এবং আমার ডিপার্টমেন্ট সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

খামারে কর্মরত শ্রমিক সর্দার আব্দুল মান্নান, বলছেন, ধানের জমিতে

অনেক আগাছা জন্মেয়. তাই নাজিম উদ্দিন তাদেরকে কীটনাশক প্রয়োগ করতে বলেন। সেই কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে জমির ধান গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। জমিতে কতটুকু কীটনাশক দিতে হবে নাজিম উদ্দীন আমাদের বলে দিয়েছেন। সেমতে জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে।

মাস্টার রোলের শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমাদের যুগ্ম পরিচালক স্যারের লোক নাজিম উদ্দীন কীটনাশক পানির সাথে মিশিয়ে দেন। আমরা তার নির্দেশমত জমিতে স্প্রে করি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শ্রমিক জানান, জমির ধান মরে যাওয়া শুরু হলে ওই কীটনাশকের বোতলের আলামত নষ্ট করার জন্য তড়িঘড়ি করে নাজিম উদ্দিন বোতলগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। তাদের মতে, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলামের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিনের দেওয়া নিম্নমানের কীটনাশকের থাবায় মাঠের পর মাঠের এই ধান পুড়ে গেছে।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দিনের অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করতে পারেন না শ্রমিক ও খামারের উপসহকারী কর্মকর্তারা (ডিএডি)।

নাজিমুদ্দিন এই খামারের যুগ্ম পরিচালকের ভাব নিয়ে কাজ করেন। এই ক্ষমতার উৎস যুগ্ম পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম বলে জানান শ্রমিকরা।

খামারের যুগ্ম পরিচালক বা সহকারি যুগ্ম পরিচালক নয়, এখন ফার্মের সকল কার্যক্রম চলছে যুগ্ম পরিচালকের একান্ত কাছের লোক শ্রমিক নাজিম উদ্দীনের নির্দেশে।

এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিক দেখে যুগ্ম পরিচালকের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিন লুকিয়ে পড়েন।
অভিযোগ উঠেছে, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এই ফার্মে যোগদানের পর থেকেই তার অদক্ষতায় প্রতিবারই লোকসান গুনছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে কীটনাশকের বোতল সংগ্রহ করে গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেনের কাছে নিলে তিনি বলেন, এগুলো আগাছা নাশক কীটনাশক। এসব মানের কীটনাশক জমিতে বেশি ব্যবহার করলে ধান গাছের গোড়ায় ধীরে ধীরে পচন ধরবে। মরে যাবে ধানের ক্ষেত।

এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি চিৎলা ফার্মের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে প্রেমিকার ছেলে কাস্তে দিয়ে কুপিয়ে জখম করলো যুবলীগ নেতাকে

গাংনীতে মায়ের পরোকীয় প্রেমিক গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিকে (৫২) ধারালো কাস্তে (ধান কাটা অস্ত্র) দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে ছেলে। মারাত্বক জখম নিয়ে যুবলীগ নেতা শফিকুল এখন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার গলায় ৬১ টি, হাতে ১২টি ও শরীরের অন্য অংশে ১৫ টির অধিক সেলাই হয়েছে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকায় গতকাল শুক্রবার (৬ জুলাই) দিবাগত রাত ২ টার দিকে।

আহত শফিকুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মোকাদ্দেস আলী মহুরার ছেলে। সে হিজলবাড়িয়া গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম একই পাড়ার মামা সম্পর্কের দিন মজুর কৃষক সাবাজুল ইসলামের বাড়িতে ওঠাবসা করেন। এই সুযোগে ওই কৃষকের স্ত্রীর সাথে পরোকীয়ায় লিপ্ত হন শফিকুল। পরোকীয়া প্রেমের জের ধরে গতরাত দেড় টার দিকে শফিকুল ইসলাম সাবজুলের বাড়িতে যান। চুপি চুপি মামী সম্পর্কের প্রেমিকার ঘরে ওঠেন তিনি। এসময় সাবজুল ইসলামের ছেলে ফিরোজ দেখে ফেলেন। রাতে তার মায়ের ঘরে উঠতে দেখে ফিরোজ ধারালো দেশীয় অস্ত্র কাস্তে নিয়ে বাড়ির প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় থাকেন। কিছুক্ষণ পর তার মায়ের ঘর থেকে শফিকুল পালিয়ে যাওয়ার সময় ফিরোজ তাকে জাপটে ধরে। এসময় দুজনের মধ্যে ধস্তা ধস্তি হয়। এক পর্যায়ে ফিরোজকে জোর করে ফেলে পালানোর সময় ফিরোজের হাতে থাকা কাস্তে তার গলায়, হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করে। এতে শফিকুলের গলায়, হাতে ও বুকসহ বিভিন্ন স্থানে মারাত্বক জখম হয়।

ফিরোজ জানান, মায়ের সাথে শফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন পরোকীয়া প্রেম করে আমি গ্রামের মানুষের মুখ থেকে শুনি। আমি বলেছিলাম আমি এসব বিশ্বাস করিনি। যেদিন আমার সামনে তারা পড়বে, সেদিন বিচার করবো। গতরাতে আমি আমার মায়ের পাশের রুমে সুয়ে আছি। ওই সময় জেগে ছিলাম।

শফিকুলকে আমার মায়ের ঘরে উঠতে দেখে। বাড়ির প্রধান গেটে (বাঁশের র্যালিং দিয়ে তৈরী) কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে মায়ের ঘর থেকে নেমে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেটের সামনে আসা মাত্রই আমি তাকে জাপটে ধরি। সে আমাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধস্তা ধস্তি হয়। এক পর্যায়ে হাতে থাকা কাস্তে দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করি।

তিনি আরও বলেন, মায়ের সাথে এই ঘটনাটি গ্রামের মানুষের মুখে মুখে। আমি তাদের পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েছি। শফিকুলকে আমাদের বাড়িতে না আসতে বারবার নিষেধ করেছি। তারপরেও সে শোনেনি। গ্রামের লোকজনও তাকে বারবার নিষেধ করেছেন। তারপরও সে নিষেধ শোনেনি।

এদিকে ওই নারী দাবি করেন, আমার কাছে না আসার জন্য আমি প্রায় এক বছর যাবৎ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারপরেও সে আমাকে বিভিন্নভাবে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছে। গতরাতে আমি আমার স্বামীকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছি। এই সুযোগে সে জোরপূর্বক আমার কাছে এসেছে। আমি এখন তার বিচার চাই।

এদিকে শফিকুল ইসলামের পিতা মোকাদ্দেস আলী মহুরি ও বোন রহিদা খাতুন শফিকুল ইসলামের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, ওই নারী চরিত্রহীন। আমার ছেলেকে মোবাইল ফোনে ডেকেছে, আমার ছেলে তার কাছে গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার একাধিক নারী ও গ্রামবাসি জানান, শফিকুলের বিরুদ্ধে নারী কেলেংকারির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারী কেলেংকারীর অভিযোগ রয়েছে। ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারেনা। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে, এলাকার মানুষ শফিকুল ইসলামের বিচার দাবি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, রাতে ঘটনাটি শোনার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য আলামত উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। শফিকুল ইসলাম বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ দেইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে স্ত্রীর টাকাসহ সহায়-সম্বল লুটে নিয়ে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ

প্রথম স্বামীর সংসার ভেঙ্গে পরোকিয়া প্রেমিকের সাথে ঘর বেঁধেছিলেন কল্পনা খাতুন (৪০)। বিয়ের ছয় মাস যেতে না যেতেই শুরু হয় নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে বাবার বাড়ির জমি বিক্রি করে স্বামী মনিরুল ইসলামকে কিনে দিয়েছেন পালসার মোটরসাইকেল। তারপরেও সুখে আসেনি কল্পনা খাতুনের। আবারো জমি বিক্রি করে কিনেছেন ট্রাক্টর। সেই ট্রাক্টর কল্পনার নামে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রতারণার মাধ্যমে নিয়েছেন নিজের নামে। সব হারিয়ে কল্পনা এখন ঘুরছেন পথে পথে। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রাম কৃষ্ণপুরধলা গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪০) একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের মেয়ে ও আসাদুলের স্ত্রী কল্পনা খাতুন (৪০) কে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দেড় বছর আগে বিয়ে করে। বিয়ের পর নানা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রীর গচ্ছিত নগদ টাকা ও শ্বশুরের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে প্রায় ১২ লাখ টাকা স্বামী মনিরুল ইসলাম হাতিয়ে নেয়। ঐ টাকা দিয়ে ২টি ট্রাক্টর কেনেন। ট্রাক্টর দুটি স্ত্রী কল্পনার নামে দেয়ার কথা থাকলেও অবশেষে নিজের নামে করে নিয়েছে। তারপরেও কল্পনার উপর নির্যাতন বন্ধ না হওয়ায় মনিরুলকে একটি পালসার মোটরসাইকেল কিনে দেয় কল্পনা খাতুন। মোটরসাইকেল কেনার রসিদ স্ত্রী কল্পনার নামে ইস্যু করার অপরাধে মনিরুল ইসলাম তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

অসহায় কল্পনা খাতুন তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে মনিরুলের সহযোগীরা কল্পনাকে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনায় কল্পনা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনার আহত বৃদ্ধ তাইজাল মারা গেছেন

সড়ক দুর্ঘটনার দেড় মাস পর আহত বৃদ্ধ তাইজাল হোসেন (৮০) মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি গ্রামের নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি।

তাইজাল হোসেন ওই গ্রামের মৃত জিল্লুর রহমানের ছেলে। পারিবারিক সূত্র এই বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, কড়ইগাছি গ্রামের বৃদ্ধ তাইজাল আলী তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। তারপর থেকেই বাড়িতেই ওষধ খাচ্ছিলেন। আজ সকালে মারা যান তিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে পিকেএসএফের উদযোগে বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১২ টার সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির বাঁশবাড়িয়া প্রধান কার্যালয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে প্রাণি সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেন জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা: দিবেন্দ্র নাথ সরকার। গাংনী উপজেলা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা: মো: আরিফুল ইসলাম।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর প্রাণি সম্পদ খাতের আওতায় সুবর্ণ জাতের মুরগি পালন,খামারিদের ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করন উন্নত জাতের ডিম ও মাংস উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

আলোচনায় বক্তব্য রাখেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক মো: কামরুজ্জামান।

পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থায়নে কর্মশালা বাস্তবায় করে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের খামারী,ব্যবসায়ীরা কর্মশালায় অংশ গ্রহন করেন।

গাংনীতে সাড়ে ১১ শ কৃষক পেলেন প্রণোদনার সার ও রোপা আমনের বীজ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রণোদনার আওতায় সাড়ে ১১ শ প্রান্তিক কৃষক পেলেন রোপা আমন ধানের বীজ ও সার।

২০২৪/২৫ অর্থ বছর রোপা আমন মৌসুম কর্মসুচির আওতায় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ৫ কেজি করে রোপা আমন ধানের বীজ (মোট সাড়ে ৫ মেট্রিকটন) ১০ কেজি করে ডিএপি (১১ মেট্রিকটন) ও ১০ কেজি করে এমওপি (১১ মেট্রিকটন) সার বিতরণ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান মো: ফারুক হাসান।

গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রাসেল আহমেদের সঞ্চালনায়

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।

এ সময় সরকারি দফতরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।